দৈনিক বাংলা 27

23 SEP 1990
তারিখ 2 ... ১৯৯০
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

মেহেরপুর ঃ পরীক্ষায় ফেল-পাস

জেলার নাম মেহেরপুর। এই জেলার সদর উপজেলা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য খবর আছে। খবরটি হল উপজেলার ১৭টি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে,দুটি বিদ্যালয় থেকে কেউই এসএসটি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। ঐ বিদ্যালয় দুটির পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২ এবং ৪৩ জন। ৩টি বিদ্যালয় থেকে পাস করেছে মাত্র একজন করে। ঐ বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২, ১৩ এবং ১৬ জন। শহরের একটি বিদ্যালয় থেকে পাস করেছে ১০০ জনের-মধ্যে, মাত্র ৩ জন। সমগ্র উপজেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২১৬ জন। পাস করেছে মাত্র ২১১ জন। মানবিক বিভাগে কেউই প্রথম বিভাগ পায়নি।

এসএসসি পরীক্ষায় এই করুণ রেজাল্টের আবার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে ইংরেজীতে। এই উপজেলায় কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছে ১৯২ জন ছাত্রছাত্রী--এর মধ্যে ১২২ জন ইংরেজীতে।

পরীক্ষায় এ ধরনের ফলাফলের কারণ কি? এবার অনেকেই বলেছেন, পরীক্ষায় কড়াকড়ি হবার জন্য বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে নকলের প্রশ্নটি সামনে আনা হয়েছে। কিন্তু এ পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে ,ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। বলা যেতে পারে যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হয়ত শিক্ষার পরিবেশ নেই। নেই ইংরেজী পড়াবার মত উপযুক্ত শিক্ষক। অথবা বলা যেতে পারে পরীক্ষার্থী নির্বাচনের সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আদৌ সতর্ক হয়নি। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে এককালীন টাকা পাবার জন্য বা হয়ত কোন মহলের চাপে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরনের ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এ ঘটনা কেন ঘটল তার একটা জবাব নিশ্চয়ই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আছে। শিক্ষার স্বার্থে আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন করে পঠন–পাঠনের ক্ষেত্রে ত্রুটি দূর করার পদক্ষেপ নেবেন।

তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইংরেজীতে ফেলের বিষয়টি। সত্যি সত্যি ইংরেজী পড়ানো একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষকের অভাব আছে।

সারা দেশের পরীক্ষার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর উপজেলার এসএসসি পরীক্ষার ফল তেমন গুরুত্ব বহন না করলেও পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার কারণ সম্পর্কে কিছুটা হলেও আভাস দিতে পারে। পরীক্ষার ফেল–পাস, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অবস্থা এবং শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে জানা এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ আভাসও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।